ST. LAWRENCE HIGH SCHOOL

A JESUIT CHRISTIAN MINORITY INSTITUTION

STUDY MATERIAL (1st term) – 2020

Sub: Bengali **Class: X** **Date: 6.5.2020**

কবিতা-আফ্রিকা
কবি-রবীন্‌র্‌ নাথ ঠাকুর

- **রবীন্দ্রনাথঠাকুর**- (১৮৬১ -১৯৪১) – জন্ম জোরাসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে । দীর্ঘ জীবনে অজস্র উপন্যাস, ছোটোগল্প, গান, কবিতা, প্রবন্ধ রচনা করেছেন । এশিয়ার মধ্যে তিনি প্রথম নোবেল পুরষ্কার পান ১৯১৩ সালে 'Song offerings' এর জন্য।

- **উৎসঃ-** রবীন্‌র্‌ নাথ ঠাকুর রচিত'পত্রপুট' কাব্যগ্রন্থ থেকে গৃহীত হয়েছে কবিতাটি।

- **শব্দার্থঃ**-- **১।** উদ্‌ভ্রান্ত – বিহ্বল

২। অসন্তোষ – অখুশি
৩।বিধ্বস্ত – ধ্বংস
৪।প্রাচীধরিত্রী – পৃথিবীরপূর্বভাগ
৫।নিভৃতে -আড়ালে
৬।অবকাশে -অবসরে
৭।দুর্বোধ- যা বোঝাযায়না
৮।সংকেত – ইশারা
৯।চেতনাতীত – অনুভবে যা ধরা পড়েনা এমন
১০।বিদ্রুপ – ঠাট্টা
১১।বিরূপ – অসন্তুষ্ট
১২।শঙ্কা – ভয়
১৩।উপেক্ষা – অবহেলা
১৪।আবিল – নোংরা
১৫।বর্বর – অসভ্য
১৬।পঙ্কিল – কর্দমাক্ত
১৭।প্রদোষকাল–সন্ধ্য

সারসংক্ষেপঃ— এই কবিতায় আফ্রিকার ইতিহাস বর্তমান । সৃষ্টির মুহূর্তে স্রষ্টা নিজের সৃষ্টির প্রতি অসন্তোষ ছিল । সেই কারনেই নিজের সৃষ্টিকে তিনি বারবার ভাঙছিলেন আর গড়ছিলেন । তবুও তা বিধাতার মনের মত হচ্ছিলনা। অসন্তোষের কারনে ভাঙা গড়া খেলায় খেলেতে খেলতেই বিধাতা জন্ম দিয়েছেলেনপৃথীবির; জন্ম হয়েছিল আফ্রিকার । আফ্রিকা প্রাচ্য থেকে অনেক দূরে সমুদ্রেরও পাড়ে। সৃষ্টির আদিতে ভৌগোলিকভাবে আফ্রিকা প্রাচ্যের সঙ্গে যুক্তছিল । পরবর্তি সময়ে তা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় । আফ্রিকাকে আড়াল করে রেখেছে বৃহৎ বৃক্ষসমূহ। তারা যেন আফ্রিকার প্রহরী । আফ্রিকা রহস্যে ও দুর্গমতায় পরিপূর্ণ । প্রকৃতি তাকে পরিপূর্ণ করেছে প্রকৃতিক সম্পদে ।

ভয়ংকরতার আড়ালে মানবরূপে সমৃদ্ধ আফ্রিকা কালক্রমে শ্বেতাঙ্গ শাসকদের দখলে এল। তারা আফ্রিকাকে পরাধীন করে তাদের উপনিবেশ গঠন করল । আফ্রিকার মানুষ হল পরাধীন । তারা কৃতদাসে পরিনত হল । তাদের সম্পদেই সম্পদশালী হয়ে উঠল শ্বেতাঙ্গরা ।
আফ্রিকাকে শোষণ ও শাসন করে তারা হল সুখী । অত্যাচারিত আফ্রিকা;কিন্তু শ্বেতাঙ্গদের দেশে সুখ ও শান্তি সর্বত্র বর্তমান । আফ্রিকার মানুষ অবহেলিত, অত্যাচারিত।
এরপর শ্বেতাঙ্গদের দেশেও নেমে এল ভয়ংকরতার কালোছায়া। তখন মানুষরূপীপশুরদল গুপ্তগহ্বর থেকে বেড়িয়ে এল আর শ্বেতাঙ্গদের দেশে ধ্বংশের বাতাবরন সৃষ্টি করল । কবি একেই যেন প্রায়শ্চিত্যের লগ্ন বলে উল্লেখ করেছেন ।

- **<u>সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর-সংকেত—</u>**

১। স্রষ্টার নিজের সৃষ্টিকে বারবার ভাঙছিলেন কেন ?
সৃষ্টির মুহূর্তে স্রষ্টা নিজের সৃষ্টির প্রতি অসন্তোষ ছিল । সেই কারনেই নিজের সৃষ্টিকে তিনি বারবার ভাঙছিলেন আর গড়ছিলেন । তবুও তা বিধাতার মনের মত হচ্ছিলনা। অসন্তোষের কারনে ভাঙা গড়ার খেলায় খেলেতে খেলতেই বিধাতা জন্ম দিয়েছেলেনপৃথীবির; জন্ম হয়েছিল আফ্রিকার।

২। আফ্রিকাকে ছায়াবৃতা বলা হয়েছে কেন ?
আফ্রিকাকে আড়াল করে রেখেছে বৃহৎ বৃক্ষসমূহ। তারা যেন আফ্রিকার প্রহরী । আফ্রিকা রহস্যে ও দুর্গমতায় পরিপূর্ণ । প্রকৃতি তাকে পরিপূর্ণ করেছে প্রকৃতিক সম্পদে। তাই আফ্রিকাকে ছায়াবৃতা বলা হয়েছে।

৩। "এল ওরা"—ওরা বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে ?
ভয়ংকরতার আড়ালে মানবরূপে সমৃদ্ধ আফ্রিকা কালক্রমে শ্বেতাঙ্গশাসকদের দখলে এল। তারা আফ্রিকাকে পরাধীন করে তাদের উপনিবেশ গঠন করল । আফ্রিকার মানুষ হল পরাধীন ।ওরা হল এই শ্বেতাঙ্গশাসকদল।

৪। শাসকদলের দেশে কিরকম অবস্থা সেই সময় বর্তমান ছিল ?
আফ্রিকাকে শোষণ ও শাসন করে তারা হল সুখী । অত্যাচারিত আফ্রিকা;কিন্তু শ্বেতাঙ্গদের দেশে সুখ ও শান্তি সর্বত্র বর্তমান । আফ্রিকার মানুষ অবহেলিত, অত্যাচারিত।

৫। কবি সভ্যতার শেষ পুন্যবানী বলে কাকে চিহ্নিত করেছেন?
সমস্ত হিংস্রতার মধ্যে ক্ষমা কে কবি সভ্যতার শেষ পুন্যবানী বলে কাকে চিহ্নিত করেছেন।

শিক্ষক/ শিক্ষিকা- অর্পিতা চন্দ্র